টাইফয়েড জ্বর ঃ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

ডাঃ এমডি, মোস্তফা কামাল
দৈনিক ইত্তেফাক তাং ১৬ জুলাই ৯৬

যে সমস্ত দেশে পয়ঃনিস্কাশনের পদ্ধতি খুবই নিম্নমানের সাধারণতঃ সে সমস্ত দেশেই টাইফয়েড জ্বরের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশও ঐ সকল দেশের মধ্যে অন্যতম। টাইফয়েড জ্বরকে "এনটেরিক ফিভার" ও বলা হয়ে থাকে। ফিকো ওরাল বা খাদ্য ও পায়খানার মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে থাকে।

কারণসমূহ ঃ সালমোনেলা টাইফি এবং প্যারাটাইফি নামক দু'ধরণের জীবাণুর দ্বারা টাইফয়েড জ্বর হয়ে থাকে।

লক্ষণসমূহ ঃ (১) জ্বর হওয়া ঃ প্রথম সপ্তাহ ঃ প্রথম ৪ থেকে ৫ দিন শরীরের তাপমাত্রা ধাপে ধাপে বা ষ্টেপ লেডার ফ্যাশন এর মত বাড়তে থাকে। জ্বরের সাথে সাথে মাথা ব্যথা, হাতে-পায়ে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। রোগের শুরুর দিকে বড়দের ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং শিশুদের ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা এবং বমি হতে পারে। নাড়ীর গতি তাপমাত্রার তুলনায় কম থাকে।

দ্বিতীয় সপ্তাহ ঃ রোগের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে পেটের উপরিভাগে এবং পিছনের দিকে গোলাপী লাল (**Rose-Red**) রং এর কিছুটা উচু দাগ দেখা যায়, যেগুলো চাপ দিলে মিলিয়ে যায়। এগুলো সাধারণতঃ অশ্বেতাংগ লোকের শরীরে দেখা যায় না। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে প্লীহা বড় হয়ে যায় এবং তা পরীক্ষা করার সময় হাতে অনুভব করা যায়। এ সপ্তাহেই পাতলা পায়খানা দেখা দেয় এবং সমস্ত পেট ফুলে যায় এবং ডান ইলিয়াক (**Illiac**) ফোসাতে স্পর্শ করলে রোগী ব্যথা অনুভব করে।

তৃতীয় সপ্তাহ ঃ দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে যদি উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করা হয় তবে রোগী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তৃতীয় সপ্তাহে সমস্ত শরীরে টাইফয়েড রোগের বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। রোগী অজ্ঞান হয়ে মারাও যেতে পারে। এ পর্যায়ে শরীরে রক্তক্ষরণও হতে পারে ।

জটিলতাসমূহ ঃ (১) রক্তক্ষরণ ও পারফোরেশন হওয়া (২) নিউমোনিয়া থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, মাইওকার্ডাইটিস, র্স্যাইটাস, ওসটিওমাইলাইটিস, মেনিনজাইটিস, কলিস্টিাইটিস ইত্যাদি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ (১) রক্ত পরীক্ষা ঃ টাইফয়েড জ্বরে রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমে যায় (২) রক্তের কালচার করা (**Blood Culture**) ঃ রোগের প্রথম সপ্তাহে এ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি করতে হয়। (৩) ভিড়াল রিএকশন (**Vidal reaction**) ঃ এ সেরলজিক্যাল পরীক্ষাটি যখন রক্তের কালচার করে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না তখন করতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ টাইফয়েডপ্রবণ এলাকাতে যারা ভ্রমণে যাবেন বা থাকেন তারা মনভ্যালেন্ট টাইফয়েড ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

Tyfoid-16-Jul-96

চিকিৎসা ঃ রোগীকে বিছানায় বিশ্রাম নিতে হবে এবং সকলের থেকে আলাদা করে রাখা ভাল। উপযুক্ত সেবা-যত্নের সাথে সাথে পুষ্টি এবং পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। রোগের সংক্রমন রোগের জন্য বিশেষভাবে তৈরী পোষাক, রোগীর বিছানার কাছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ রোগীর মল-মুত্র এবং অন্যান্য জিনিষপত্র জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ওষুধ ঃ (১) (ক) ট্রাইমক্সাজল (Co-Trimoxazole) বা এমোক্সিলিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কট্রাইমক্সাজল ট্যাবলেট ২টা করে ১২ ঘন্টা পর পর দিনে ২ বার ৫ থেকে ৭ দিন । (২) জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। (৩) এতে রোগীর উন্নতি না হলে ক্যাপসুল ক্লোরামফেনিক্যাল ২৫০ এমজি প্রথম ২ দিন ২টা করে ৬ ঘন্টা পরপর। তারপর ১টা করে ৬ ঘন্টা পরপর ৮ থেকে ১০ দিন। (৪) শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণের জন্য রোগীর শরীরে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। (৫) পারফোরেশন এর ক্ষেত্রে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।